

# দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

কৃষিই সমৃদ্ধি



Keep your Environment Clean & Green  
**Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)**  
Gazipur-1701

Under "Strengthening Research Activities and Dissemination Sustainable Rice Technologies of BRRI Regional Station Sonagazi" Program



সমৃদ্ধির জন্য ধান

Memo No: 12.22.0000.034.99.002.22.56

Date: 07.05.2023

## e-GP: Tender Notice (OTM)

e-Tender is invited in the e-GP system Portal (<http://www.eprocure.gov.bd>) for the procurement of the following goods. Details are given below:

Serial No	Invitation Reference No.	Tender ID No.	Description of Procurement	Tender Documents Last selling (Date & Time)	Tender Closing & Opening date & Time
1.	IRN- 12.22.0030.000. 14.002.22.14	827722	Procurement of Combined Harvester	18-May-2023 12:00	18-May-2023 15:00

The interested persons/firms may visit the website [www.eprocure.gov.bd](http://www.eprocure.gov.bd) to get the details of the tender. This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copy will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal is required. Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP Help Desk ([helpdesk@eprocure.gov.bd](mailto:helpdesk@eprocure.gov.bd)).

07.05.2023

(Kawsar Ahmad)

Assistant Director (Procurement)

On behalf of Director General

PC-255/23 (4"X4)



তারিখ: ০৫-০৫-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

## গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ বেড়েছে ২৬৫ হেক্টরে

■ খোন্দকার এহিয়া খালেদ, গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ গোপালগঞ্জে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান অবমুক্ত করে। গত বছর গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ২০০ হেক্টর জমিতে এই ধানের আবাদ করা হয়। নতুন এই জাতের ধানের আবাদ করে কৃষক হেক্টর প্রতি সাড়ে ৭ টন ফলন পান। তার পর এই বছর গোপালগঞ্জে ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ হয়েছে। এই বছর বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ ২৬৫ হেক্টরে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপপরিচালক কৃষিবিদ আঃ কাদের সরদার বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান। একটি উচ্চ ফলনশীল উফশী জাতের ধান। এই ধানে রোগবালাই নেই। ধানের ফলন বেশ ভালো। এই ধান চাষ করে কৃষক লাভবান হন। তাই প্রতি বছর গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঐ কর্মকর্তা আরো জানান, গত মৌসুমে জেলার পাঁচ উপজেলায় ২০০ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ করা হয়। গত বছর এই ধানের বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হন। তাই চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলার ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৬ হেক্টর, মুকসুদপুরে ৩৫ হেক্টর, কাশিয়ানীতে ১৮ হেক্টর, কোটালীপাড়ায় ১৯০ হেক্টর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৯৬ হেক্টরে আবাদ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিস সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের পোলটানা গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রামে উৎপাদিত বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের নমুনা ফসল কর্তন ও পরিমাপ করেছে।

কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নিটুল রায় বলেন, কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ কাটা শুরু হয়েছে। আমরা নমুনা ফসল কর্তন করে দেখেছি প্রতি হেক্টরে এই ধানের ফলন হয়েছে সাড়ে ৭ টন। জিংকসমৃদ্ধ এই ধানের বাম্পার ফলন পেয়ে আগামীতে কৃষক এই জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কোটালীপাড়া উপজেলার দীঘলিয়া গ্রামের কৃষক দিলীপ

বিশ্বাস (৬৫) বলেন, বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান একটি জিংকসমৃদ্ধ ধান। ধান চিকন। খেতে সুস্বাদু। তাই বাজারে ধানের দাম বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া ধানের ফলনও বেশ ভালো। এই ধান আবাদ করে আমাদের লাভ হয়। আমার জমির ধান দেখে আগামী বছর প্রতিবেশি অনেক কৃষক এই ধান আবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমুরিয়া গ্রামের কৃষক নাসির উদ্দিন (৫৫) বলেন, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান বীজ ও সার বিনা মূল্যে পাই। তারপর এই ধানের আবাদ করি। এই ধানের বাম্পার ফলন পেয়েছি। এই জাতের ধানে রোগবালাই নেই। তাই ফলন ভালো হয়েছে। ভবিষ্যতে আমি এই ধানের আবাদ করব।

ঐ কৃষক আরো বলেন, আমার পাশের জমির কৃষক বিআর-২৮ জাতের ধান আবাদ করেন। ঐ খেতের ধানে নেক রাস্তার আক্রমণ হয়েছে। তিনি ভালো ফলন পাননি। তাই ২৮ জাতের বিকল্প হিসেবে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান আবাদ করা যায়। তিনি এই ধান আবাদ করলে লাভবান হতেন। তবে আগামী বছর তিনি বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান আবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান জাতের চাষাবাদ সম্প্রসারণে আমরা বিনা মূল্যে পাঁচ টন বীজ বিতরণ করেছি। সেই সঙ্গে আমরা বিনা মূল্যে কৃষককে প্রয়োজনীয় সার দিয়েছি। পাঁচ টন বীজের মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচ উপজেলায় চার টন বীজ বিতরণ করেছি। এক টন বীজ বাগেরহাট ও নড়াইল জেলায় বিতরণ করেছি। কৃষককে এই ধান আবাদে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। সরেজমিনে কৃষকের মাঠে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছি। তাই এই ধান আবাদ করে কৃষক বাম্পার ফলন পেয়েছে। এই জাতটি জিংকসমৃদ্ধ। জিংক মেধা বিকাশে সহায়তা করে। তাই আমরা এই জাতের চাষাবাদ সম্প্রসারণে কাজ করছি। বিআর-২৮ প্রায় ৩০ আগে উদ্ভাবিত একটি জাত। তাই এই জাতে রোগবালাই বেশি। এই কারণে আমরা বিআর-২৮ জাতের ধান চাষে কৃষককে নিরুৎসাহিত করছি। বিআর-২৮ এর বিকল্প হিসেবে কৃষককে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান আবাদে উদ্বুদ্ধ করছি। বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের চাষ সম্প্রসারিত হলে দেশে ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে বলে জানান ঐ গবেষক।